অবিলম্বে প্রকাশের উদ্দেশ্যে: 10/3/2022 **গভর্নর ক্যাথি হোকল**

অক্টোবর মাসকে সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার মাস হিসেবে নির্ধারণ করে গভর্নর হোকলের ঘোষণাপত্র জারি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ও নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য সংস্থানসমূহের ব্যাপারে আলোকপাত

"সাইবারে নিজেকে দেখো" প্রতিপাদ্য ক্রমবর্ধমান হারে সংযুক্ত হতে থাকা এই বিশ্বে সাইবার নিরাপত্তার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রতি জোর দিচ্ছে

ঘোষণাপত্রটি পড়ুন এখানে

গভর্নর ক্যাথি হোকল আজ অক্টোবর মাসকে সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়ে একটি ঘোষণাপত্র জারি করেছেন। নিউ ইয়র্কবাসীদের সাইবার নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হওয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার এই সময়ে, জনসাধারণকে সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সম্পৃক্ত ও শিক্ষিত করা এবং অনলাইনে নিরাপদ থাকতে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সরঞ্জাম ও সংস্থানসমূহ প্রদান করার জন্য সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার মাস স্টেট ও জাতীয় পর্যায়ের একটি যৌথ প্রচেষ্টা।

"আপনি একজন নবিশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অথবা টেক স্যাভি এক্সপার্ট যেটাই হন না কেন, সাইবার হামলা আমাদের অনলাইনে থাকার সময়ে সবার জন্যেই একটি হুমকিস্বরূপ," **বলেছেন গভর্নর হোকল। "**এই অক্টোবর মাসে, ক্রমশ বিবর্তনশীল সাইবার নিরাপত্তা হুমকির বিরুদ্ধে আগ্রাসী লড়াইয়ে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া অব্যাহত রাখার এই সময়ে, আমরা সরকারি ও বেসরকারি খাতের সর্বস্তরের নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে যাচ্ছি।"

19তম সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা মাসের প্রতিপাদ্য - "সাইবারে নিজেকে দেখো" - সাইবার নিরাপত্তার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের উপর আলোকপাত করছে এবং ক্রমশ সংযুক্ত হতে থাকা এই বিশ্বে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করছে।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের চিফ সাইবার অফিসার কোলিন অ্যাহার্ন বলেন, "গভর্নর হোকল চিফ সাইবার অফিসার-এর পদটি তৈরি করেছেন কারণ তিনি উদীয়মান হুমকি থেকে আমাদের স্টেটের সাইবার নিরাপত্তা অবকাঠামোকে সুরক্ষিত রাখা এবং আমাদের সাইবার প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। এই পদে দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি

গর্বিত এবং নিউ ইয়র্কের অতি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নিরাপদ ও শক্তিশালী থাকা নিশ্চিত করতে সরকার ও বেসরকারি খাতের সর্বস্তরে সম্পর্ক স্থাপন ও গড়ে তুলতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

নিউ ইয়র্ক স্টেটের ডিভিশন অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এন্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস (Division of Homeland Security and Emergency Services)-এর কমিশনার জ্যাকি ব্রে বলেন, "আপনার ডিজিটাল নিরাপত্তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার মাসে, আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদেরকে এবং আমাদের সংস্থাগুলোকে নিরাপদ রাখার জন্য সহজ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করা এবং শক্তিশালী পাসফ্রেজ ব্যবহার করা। এবং ফিশিং এর বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকতে সতর্কতা অবলম্বন করা। গভর্নর হোকল এবং স্টেট পর্যায়ে আমরা সবাই এই বছর সাইবার নিরাপত্তা খাতে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ করছি, কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় এই সুরক্ষা অর্জন করতে আমাদের সবার প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে।"

সাইবার নিরাপত্তা সব সংস্থার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কিন্তু একজন নিবেদিত প্রধান তথ্য নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও সাইবার নিরাপত্তা কর্মী রাখার তুলনায় অনেক বেশি ছোট আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এটি বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং একটি ব্যাপার হতে পারে।

অলাভজনক সংস্থা গ্লোবাল সাইবার অ্যালায়েন্স (Global Cyber Alliance, GCA)-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্টেটের আর্থিক পরিষেবা বিভাগ (Department of Financial Services) ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোকে একটি বিনামূল্যের সাইবার নিরাপত্তা টুলকিট প্রদান করছে যাতে তারা নিজেদেরকে এবং তাদের গ্রাহকদেরকে ক্রমবর্ধমান সাইবার হুমকি থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। সাইবার নিরাপত্তা টুলকিটের মধ্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শনাক্তকরণ, সাইবার হুমকিবিরোধী প্রতিরক্ষা হালনাগাদ, পাসফ্রেজ শক্তিশালীকরণ ও মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন, ডাটা ব্যাকআপ ও পুনরুদ্ধার, এবং ইমেইল সিস্টেমের সুরক্ষা, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য লভ্য বিনামূল্যের সাইবার নিরাপত্তা টুলকিট এবং DFS-এর তৈরি করা সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত নমুনা নীতিমালা DFS ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে৷

নিউ ইয়র্ক স্টেটের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অ্যাড্রিন এ. হ্যারিস বলেন, "ব্যক্তি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সাইবার স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করার জন্য ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যা সামগ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রভাব ফেলবে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের আর্থিক পরিষেবা বিভাগের জারি করা দেশের প্রথম সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালা আর্থিক পরিষেবা কোম্পানিগুলোর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ সাইবার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক যেমন মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন বাস্তবায়ন করা আবশ্যক করে দেওয়ার মাধ্যমে ভোক্তা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুরক্ষিত রাখছে।"

এবছরের থিমের লক্ষ্য হলো ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহকে তাদের অংশের সাইবারস্পেস সুরক্ষিত রাখার জন্য তারা যে ভূমিকা পালন করেন তা অনুধাবন করতে অনুপ্রাণিত করা। যদি প্রত্যেকে তাদের অংশের দায়িত্বটুকু পালন করে—অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী নিরাপত্তা অনুশীলনসমূহ বাস্তবায়ন, কমিউনিটি সচেতনতা বৃদ্ধি, অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা, ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

দেয়া—তাহলে পরস্পরসংযুক্ত বিশ্ব আরো বেশি নিরাপদ ও সবার জন্য আরো বেশি স্থিতিশীল হবে।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা অ্যাঞ্জেলো 'টনি' রিডিক বলেন, "সাইবার নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। "গভর্নর হোকলের নেতৃত্বের ফলে এবং সরকারের সর্বস্তরে আমাদের অংশীদারদের কারণে নিউ ইয়র্ক সাইবার হুমকি মোকাবেলায় আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন আরো বেশি প্রস্তুত রয়েছে। নিউ ইয়র্কবাসীদেরকে নিরাপদ রাখতে আমাদের অবশ্যই সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে হবে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে।"

নিউ ইয়র্ক স্টেটের প্রধান তথ্য নিরাপত্তা কর্মকর্তা ক্রিস ডি সাইন বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিজের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে নিয়োজিত থাকা অপরিহার্য। প্রযুক্তির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে গোপনীয়তা, অখণ্ডতা ও লভ্যতার ক্ষেত্রে একটি নতুন ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তাই, এই ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের ভূমিকাটুকু আমাদের সবাইকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। প্রতি বছর, সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার মাস ব্যবহারকারীদেরকে তাদের পরিচয়, ডিভাইস ও তথ্য সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে এমন 'সাইবার স্বাস্থ্যবিধি' সংক্রান্ত ভালো অনুশীলনগুলোর দিকে নজর দেয়ার একটি সুযোগ দেয়।"

নিউ ইয়র্ক স্টেটের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কেভিন পি. ব্রুয়েন বলেন, "আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রতিনিয়ত জনসাধারণের কাছ থেকে সংবেদনশীল তথ্য চুরি করা বা অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য অনলাইন প্রযুক্তির উদ্ভাবনগুলো কাজে লাগাতে সচেষ্ট অপরাধীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আমাদের সাইবার নিরাপত্তার প্রতি হুমকিগুলো আরো বেশি ব্যাপকতা লাভ করার এই সময়ে, সাইবার হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে স্বতস্ফূর্তভাবে আরো বেশি সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্টেট পুলিশ নিউ ইয়র্কবাসীদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং সরাসরি হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি কার্যকর হয়ে উঠার জন্য আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রয়েছে।"

সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে একটি ভিন্ন বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়া হবে:

- সাইবার স্বাস্থ্যবিধির প্রাথমিক অনুশীলনসমূহ অনুধাবন ও বাস্তবায়ন, যেমন শক্তিশালী পাসফ্রেজ তৈরি করা, মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ব্যবহার করা, সফটওয়্যার আপডেট সম্পন্ন করা ও ডাটা ব্যাকআপ নেয়া।
- ফিশিংয়ের চেষ্টাগুলো শনাক্ত ও রিপোর্ট করা, সেগুলো ইমেইল, টেক্সট মেসেজ, বা চ্যাট বক্সের মাধ্যমে যেভাবেই আসুক না কেন।
- লোকজনকে অনলাইনে নিরাপদ আচরণের চর্চা করার জন্যেই শুধু নয়, বরং সাইবার নিরাপত্তায় ক্যারিয়ার গঠনের মাধ্যমে আমাদের অনলাইন জগতকে নিরাপদ করার মিশনে যোগ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে ক্ষমতায়ন করা।

- পণ্য ও প্রক্রিয়াসমূহ "ডিজাইন অনুযায়ীই নিরাপদ" রয়েছে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তাকে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি অগ্রাধিকারে পরিণত করা এবং নতুন ইন্টারনেট সংযোগবিশিষ্ট ডিভাইস ক্রয় করার সময় সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করতে উৎসাহিত করা।

এছাড়াও ITS কিন্ডারগার্টেন থেকে 12তম গ্রেডের শিশুদের জন্য একটি স্টেটব্যাপী সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পোস্টার প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে, যা শিক্ষকদের জন্য একটি মজার ও তথ্যমূলক উপায়ে অনলাইনে শিশুদের নিরাপদ রাখার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার জন্য একটি সময়ানুগ সুযোগ। পোস্টার জমা দেওয়ার শেষ সময় 16 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের বিজয়ীদের ITS ওয়েবসাইটে ফিচার করা হবে এবং মাল্টি-স্টেট ইনফরমেশন শেয়ারিং এন্ড অ্যানালাইসিস সেন্টার (Multi-State Information Sharing and Analysis Center)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় তালিকাভুক্ত করা হবে। সেইসাথে, এই সংস্থা জনসাধারণের জন্য বেশ কিছু বিনামূল্যের সংস্থান, যেমন সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার টুলকিট প্রদান করছে, যার মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত থিমের পোস্টার, ক্যালেন্ডার, ব্রোশিউর এবং অন্যান্য কন্টেন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ব্যবহারিক, তথ্যমূলক, বিনোদনমূলক, ও ব্যবহারযোগ্য উপায়ে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত থিমগুলো প্রচার ও জোরদার করতে সাহায্য করার জন্য ডাউনলোড ও শেয়ার করা যাবে।

আরো তথ্যের জন্য,ITS CISO ওয়েবসাইট ভিজিট করুন, এই সংস্থাকে টুইটার (Twitter) (ট্যাগ #NYSCyber) ও ফেসবুক (Facebook)-এ অনুসরণ করুন।

###

আরো সংবাদ পাওয়া যাবে এখানে: www.governor.ny.gov-এ
নিউ ইয়র্ক স্টেট | এক্সিকিউটিভ চেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418